হলুদ মাজরা পোকা

যার ধানে যত পোকা
সে তত বেশি বোকা

বাংলাদেশে তিন ধরনের মাজরা পোকা ধানের ক্ষতি করে থাকে, যেমন

- হলুদ মাজরা পোকা
- কালো মাথা মাজরা পোকা এবং
- গোলাপি মাজরা পোকা

এই পোকাগুলোর কিড়ার রঙ অনুযায়ী তাদের নামকরণ করা হয়েছে এদের আকৃতি ও জীবনবৃত্তান্তে কিছুটা পার্থক্য থাকলেও ক্ষতির ধ এবং দমন পদ্ধতি একই রকম। হলুদ মাজরা প্রধানত বেশি আক্র করে বলে নিচে এই পোকার বিবরণ দেওয়া হলো :

পূর্ণবয়স্ক হলুদ মাজরা পোকা এক ধরনের মথ। পূর্ণবয়স্ক স্ত্রী পোকা পুরুষ মথের পাখার মাঝখানের ফোঁটা দুটো স্পষ্ট নয়। তবে পাখার পে

পুরুষ মথ

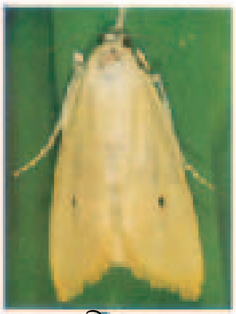
স্ত্রী মথ

জীবনবৃত্তান্ত

হলুদ মাজরা পোকার স্ত্রী মথ ধানগাছের পাতার আগার দিকে গাদা ক ডিম পাড়ে। এক সপ্তাহের মধ্যে ডিম ফুটে কিড়া বের হয়। কিড়ার সাদাটে হলুদ। কিড়াগুলো কাণ্ডের ভেতরে প্রবেশ করে ৩ থেকে ৪ সপ্ত পুত্তলিতে পরিণত হয়। তবে শীতকালে কিড়ার স্থিতিকাল ৮ সপ্তাহ প হতে পারে। পুত্তলিগুলো এক থেকে দেড় সপ্তাহের মধ্যে পূর্ণবয়স্ক পো পরিণত হয় এবং কাণ্ডের ভেতর থেকে বের হয়ে আসে।

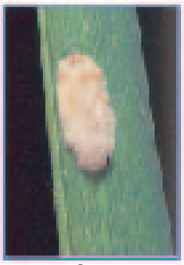
ডিম

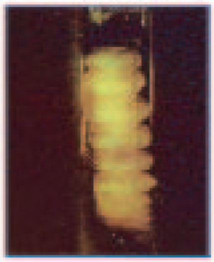
কিড়া

ক্ষতি

মাজরা পোকার কিড়া ধানগাছের অনেক ক্ষতি করে থাকে। সদ্য যে কিড়াগুলো দু-চার দিন পাতার খোলের ভেতরের অংশ খাওয়ার ধানগাছের কাণ্ডের ভেতরে প্রবেশ করে। কাণ্ডের ভেতরে থেকে খাও সময় এক পর্যায়ে মাঝখানের ডিগ কেটে ফেলে। ফলে মরা ডিগের হয়। গাছের শীষ আসার আগে এ রকম ক্ষতি হলে তাকে 'মরা ডি বলে। আর গাছে থোড় হওয়ার পর বা শীষ আসার সময় ডিগ কা শীষ মারা যায় বলে একে মরা শীষ বলে। মরা শীষ-এর ধান চিটা এবং শীষটা সাদা হয়ে যায়। বোরো, আউশ ও আমন এই তিন মৌসু এই পোকার আক্রমণ দেখা যায়।

মরা ডিগ

সাদা শীষ

দমন পদ্ধতি

- মাজরা পোকার ডিমের গাদা সংগ্রহ করে নষ্ট করে ফেলা
- ক্ষেতে ডালপালা পুঁতে দিয়ে পোকাখেকো পাখির সাহায্যে পোকার সংখ্যা কমানো যায়
- সন্ধ্যার সময় আলোকফাঁদের সাহায্যে মথ আকৃষ্ট করে মেরে ফেলা
- আমন ধান কাটার পর নাড়া চাষ বা পুড়িয়ে দিয়ে মাজরা পোকার ৮০% কিড়া ও পুত্তলি নষ্ট করা যায়
- সহনশীল ধানের জাত চাষ করা, যেমন বিআর১, বিআর১০, বিআর১১, বিআর২২
- উপযুক্ত উপায়ে দমন করা সম্ভব না হলে কীটনাশক ব্যবহার করে পোকা দমন করতে হবে (প্রতি বর্গমিটারে ২-৩টি স্ত্রী মথ বা ডিমের গাদা, অথবা গাছ মাঝ কুশি অবস্থায় রোপণের ৪০ দিন পর থেকে থোড় আসা পর্যন্ত ১০-১৫% মরা ডিগ অথবা ৫% মরা শীষ দেখা গেলে)। তবে ক্ষেতে পরজীবী পোকার সংখ্যা বেশি হলে কীটনাশক ব্যবহার না করলেও চলে।

ব্রি
বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট

আরো তথ্যের জন্য :
ড. মাইনুল হক, প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও প্রধান, কীটতত্ত্ব বিভাগ, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট
গাজীপুর ১৭০১, ই-মেইল : brrihq@bdonline.com

সহযোগিতায় : FoSHoL প্রকল্প, অর্থায়নে : EC এবং IRRI